শ্রাবণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

- এ মাসে আউশ ধান পাকা শুরু হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে ভালোভাবে শুকিয়ে ড্রাম/টিনেরপাত্র/ বস্তায় বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপণের ভরা মৌসুম। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- রোপা আমনের আধুনিক এবং উন্নত জাতগুলো হলো বিআর২২, বিআর২৩, বিআর২৫, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৭, ব্রি ধান৭৮, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯১, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫ বিনাশাইল, নাইজারশাইল, বিনা ধান৪, বিনা ধান৭, বিনা ধান১৬, বিনা ধান১৭, বিনা ধান২০, বিনা ধান২২, বিনা ধান২৩ ।
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল জাতসমূহ: (ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪ এবং ব্রিধান৭৩) চাষ করতে পারেন।
- খরা প্রকোপ এলাকায় নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমন (ব্রিধান ৫৬, ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭১ এবং বিনা ধান১৭) চাষ করতে পারেন। সে সাথে জমির এক কোণে গর্ত করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন।
- জলমগ্ন সহনশীল জাতসমূহ: ব্রি ধান৫১, : ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৯, বিনা ধান১১, বিনা ধান১২।
- নাবি ও উচ্চ ফলনশীল জাতসমূহ: বিআর২২, বিআর ২৩, বিনা ধান১৩ চাষ করতে পারেন।
- সুগন্ধি জাতসমূহ: ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৮০, বিনা ধান১৩।
- চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর প্রথমবার ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এর ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং তার ১৫-২০ দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে পার্চিং-এর মাধ্যমে পাখি বসার ব্যবস্থা করুন।
- আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং ও খোল পোড়া (Sheath Blight) এবং কান্ড পঁচা রোগের আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।
- পাট গাছে ফুল আশা শুরু হলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়।
- পাট পচানোর জন্য আঁটি বেঁধে পাতা ঝড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে।
- পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়।
- যেখানে জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়।
- বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, পলিথিন ব্যাগ এবং ভাসমান বেডে সবজির চারা/রোপা আমনের চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, মরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরিপ্রয়োগ করা।
- কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে।
- গত মাসে শিম ও লাউয়ের চারা রোপনের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে।
- এখন সারা দেশে গাছ রোপণের কাজ চলছে। ফলদ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষজাতীয় গাছের চারা বা কলম রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সাথে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দশেক পরে গর্তে চারা বা কলাম রোপণ করতে হবে।
- ভাল জাতের স্বাস্থ্যবান চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে এবং চারপাশে বেড়া দিতে হবে ।
- রাস্তার পাশে তাল ও খেজুরের চারা রোপণ করুন।
- আগাম শীতকালীন লাউ, শিম, ফুলকপি, বেগুন এবং টমেটো চারা উৎপদনের জন্য বেড প্রস্তুত করুন।
- বন্যার পানিতে ফসলে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে নাবী রোপা আমন বিআর-২২, বিআর-২৩, নাইজারশাইল রোপণ করতে হবে এবং আগাম রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন: যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানে চাষ করা হয়। সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদী জাতের সরিষা যেমন: টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি-১৫ ও বারি-১৭ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাসকলাই, খেসারি বপণ ও পানিকচু রোপণ করুন।
- অধিক বন্যা প্রবন এলাকায় কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা ১৫ ই শ্রাবণের মধ্যে সম্পন্ন করুন।
  এলাকার চাহিদা অনুযায়ী ফসলের বীজ বিএডিসির বিক্রয় কেন্দ্র/ ডিলারের নিকট হতে সংগ্রহ করুন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।